চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, উপাচার্য ও মেয়াদোত্তীর্ণ সিনেট

১৯৯৬ সালের ৬ নবেম্বর ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক আবদুল মান্নানকে তাঁর শিক্ষকতার দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিযুক্ত করা হয়। তিনি এই "অতিরিক্ত দায়িত্ব" গত চার বছর ধরে পালন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১২(১) অনুযায়ী সিনেট কর্তৃক মনোনীত একটি প্যানেল থেকে যে কোন একজনকে মাননীয় চ্যান্সেলর ৪ বছরের জন্য উপাচার্য পদে নিযুক্ত করবেন। প্যানেল কর্তৃক মনোনীত না হয়েও অধ্যাপক আবদুল মান্নানের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে উপাচার্য পদে ৫ নবেম্বর চার বছর মেয়াদ শেষ করেন। এই চার বছরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিভাবে প্রগতিশীল শক্তিকে দুর্বল করে জামায়াত-বিএনপি-শিবিরকে শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন তা অবশ্যই আলোচনার দাবি রাখে। তার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শাসনকে কিভাবে তিনি লঙ্ঘন করেছেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. সিনেট ঃ অধ্যাপক আবদুল মান্নানের প্রথম নৈতিক দায়িত্ব এবং আইনানুগ কর্তব্য ছিল সিনেট গঠন করে সিনেটের মাধ্যমে উপাচার্য প্যানেল মনোনীত করা এবং তার নিযুক্তি গণতান্ত্রিকভাবে বৈধ করা। কিন্তু তিনি সমস্ত নৈতিকতা এবং বিশ্ববিদ্যালয় আইন '৭৩-এর মূল চেতনাকে উপেক্ষা করে চার বছর ধরে উপাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। অন্য তিনটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ দায়িত্ব পাওয়ার পর সিনেটের মাধ্যমে তাঁদের নিযুক্তি গণতান্ত্রিকভাবে বৈধ করে নিয়েছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা বাংলাদেশে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত।

বিশ্ববিদ্যালয় আইন '৭৩ অনুসারে সিনেট হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পর্ষদ। কিন্তু সিনেটকে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে অকার্যকর করে রাখেন। বিধি মোতাবেক প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয় বাজেট অনুমোদন করাতে হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন Ordinance and Statutes প্রণয়ন ও অনুমোদন করাতে হয়। কিন্তু তিনি নিজ স্বার্থে সিনেটকে অকার্যকর করে আইনানুগ জবাবদিহিতা থেকে নিজেকে কৌশলে রক্ষা করে চলেছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আইন '৭৩ ২২(II)-এর ধারা অনুযায়ী প্রতি ৩ বছর অন্তর সিনেটের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮১ সালে। পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালে। ১৯৮৬ সালের পর সিনেটের আর কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৯৫ সালে শিক্ষকদের দাবির মুখে তদানীন্তন উপাচার্য অধ্যাপক আরআই চৌধুরী নবেম্বর মাসে সিনেটে শিক্ষক ক্যাটাগরিতে ৩৩ জন সদস্য নির্বাচনের জন্য সিডিউল ঘোষণা করেন। শিক্ষকদের দু'টি দলেরই ৩৩ জন করে শিক্ষক সিনেট সদস্য পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেন। যথারীতি নির্ধারিত তারিখে অগ্রিম ভোটগ্রহণও শুরু হয়। এই প্রক্রিয়ায় ৪৫টি ভোট শিক্ষকরা প্রদান করেন। একজন শিক্ষকের আপত্তির কারণে (ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য) নির্বাচন সাময়িকভাবে স্থগিত হয়। অধ্যাপক আবদুল মান্নান দায়িত্ব গ্রহণ করার পর উক্ত শিক্ষকের আপত্তি নিষ্পত্তি হয়ে যায়। তার পরও অধ্যাপক আবদুল মান্নান শিক্ষক ক্যাটাগরির সিনেটে সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা থেকে বিরত থাকেন। যদিও শিক্ষক সমিতি বার বার এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবি জানিয়ে আসছে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮৬ সালে নির্বাচিত সিনেট অকার্যকর অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। ১৯৮৬ সালে যে ৩৩ জন শিক্ষক সিনেট সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ মারা গেছেন, কয়েকজন অবসরগ্রহণ করেছেন, কয়েকজন অন্যত্র চাকরি নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেছেন অথবা ডেপুটেশনে আছেন– যার ফলে সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৩ জনের স্থলে ১৮ জনে। অর্থাৎ শিক্ষকদের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব বর্তমান অকার্যকর সিনেটেও নেই। ১৯৯৫ সালে সিনেট সদস্য পদে শিক্ষক ক্যাটাগরির যে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল, অধ্যাপক আবদুল মান্নান সে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলে বর্তমান সরকারের শাসনামলের প্রথমেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৩ এ্যাক্ট কার্যকর হতো।

২. রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট সিনেট সদস্য ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৩-এর ২২ (জ) ধারা অনুযায়ী ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় প্রথম ১৯৮২ সালে। তাদের মেয়াদ শেষে পুনরায় নির্বাচন হয় ১৯৮৬ সালে। ১৯৮৬ সালে নির্বাচিত ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট সিনেট সদস্যের একজন ইন্তেকাল করেন। অকার্যকর এই সিনেটে বর্তমানে ২৪ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট সিনেট সদস্য আছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট সদস্যই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী জামায়াত-বিএনপি সমর্থক প্যানেল থেকে নির্বাচিত হন।

অভিমত

প্রফেসর মোঃ আসলাম ভূইয়া

পরবর্তীতে তিন বছর অন্তর রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ক্যাটাগরির নির্বাচনের আইনী বাধ্যবাধকতা ছিল। ১৯৯৪ সালে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক আরআই চৌধুরী রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ক্যাটাগরিতে সিনেট সদস্য নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক হাজার গ্র্যাজুয়েট নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত ফিস জমা দিয়ে ৩১-১১-৯৬ তারিখ পর্যন্ত ভোটার তালিকাভুক্ত হন। কিন্তু একপর্যায়ে এই নির্বাচন প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে যায়। অধ্যাপক আবদুল মান্নান নিজেও ভোটার তালিকাভুক্তির ব্যাপারে সর্বাগ্রে ছিলেন। কিন্তু তিনি উপাচার্য হিসাবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পাওয়ার পর ব্যক্তিগত স্বার্থে এই স্থগিত নির্বাচন প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করার আর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। এর ফলে তিন বছর মেয়াদের রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধিবৃন্দ ১৪ বছর ধরে অকার্যকর সিনেটের সদস্য হিসাবে বহাল আছেন।

৩. মনোনীত সিনেট সদস্যবৃন্দ ঃ বিশ্ববিদ্যালয় আইন '৭৩-এর ২২ (সিডিআইএফ) ধারা অনুযায়ী যথাক্রমে ৫ জন সরকার মনোনীত সিনেট সদস্য, স্পীকার কর্তৃক মনোনীত ৫ জন সংসদ সদস্য, চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ৫ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ৫ জন সদস্য নিয়ে মনোনীত সিনেট সদস্য সংখ্যা ২০ জন। এই চারটি ক্যাটাগরির মনোনীত সদস্যদের মেয়াদও বিশ্ববিদ্যালয় আইন '৭৩ অনুসারে মোট ৩ বছর। কিন্তু এই মনোনয়নের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাদের মনোনয়ন নবায়ন করা হয়নি। চ্যান্সেলর মনোনীত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ক্যাটাগরির সদস্য প্রফেসর আজিজুল হক দু'বছর পূর্বে ইন্তেকাল করলেও অধ্যাপক আবদুল মান্নান অজ্ঞাত কারণে দুই বছর ধরে নতুন মনোনয়নের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। মাত্র এক মাস আগে হঠাৎ তিনি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাঁর তিন জন পছন্দের ব্যক্তির নাম মনোনয়নের জন্য মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন। উপরোক্ত তথ্যের আলোকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৮৬ সালে গঠিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট মেয়াদোত্তীর্ণ; নৈতিক, আইনগত, এমনকি সংখ্যাগত বৈধতা আর অবশিষ্ট নেই এই সিনেটের। ১৯৯৫ সালে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক আরআই চৌধুরী উপাচার্য প্যানেল মনোনয়নের নিমিত্তে ২৫-১২-৯৫ তারিখে সিনেটের এক অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু সিনেট যথাযথভাবে গঠিত নয় উল্লেখ করে তিনজন আবেদনকারীর আর্জির ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্ট ২৪-১২-৯৫ তারিখে উক্ত সিনেট সভা আহ্বানের বিরুদ্ধে একটি রুলনিশি জারি করেন– যার পরিপ্রেক্ষিতে সিনেট সভা স্থগিত হয়ে যায়। উপরোক্ত রুলনিশির কারণে ১৯৮৬ সালে নির্বাচিত এবং মেয়াদোত্তীর্ণ সিনেট নতুনভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে পুনর্গঠনে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু অধ্যাপক আবদুল মান্নান অস্থায়ীভাবে উপাচার্য পদে নিয়োগ লাভের পরও আইন অনুযায়ী সিনেট পুনর্গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। সম্প্রতি অর্থাৎ অস্থায়ীভাবে ৪ বছর উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করার পর পুনরায় ৪ বছরের জন্য স্থায়ী দায়িত্ব পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় মেয়াদোত্তীর্ণ, অকার্যকর, অসাংবিধানিক ১৪ বছরের পুরনো সিনেটের মাধ্যমে উপাচার্য প্যানেল মনোনয়নের জন্য সিনেট সভা ডাকার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। তিনি যে যুক্তি অপব্যবহার করার চেষ্টা করছেন, তা হলো বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩-এর ২২ (II) ধারার অংশ বিশেষ যাতে উল্লেখ আছে-

"The Members of the Senate, other than the ex-officio members and the student members, shall hold office for a period of three years and the student members shall hold office for a period of one year. The members shall continue in office till their successors having been elected, nominated or appointed, enter upon the office:
Provided that the members of Parliament, the Govt. Officials, the College Principals, the college teachers, Registered Graduates, University teachers and representatives of research bodies shall hold office so long as they continue to be a member of the Parliament, Government officials, College Principal, College teacher, Registered Graduate, University teacher or associated with any research body ;

উক্ত ধারায় Continuity Clause (The members shall continue in office till their successors having been elected, nominated or appointed, enter upon the office) থাকলেও এই Clauseকে অনির্দিষ্টকাল বোঝায় না। আইন প্রণেতাদের মনে নিশ্চয়ই বিশ্বাস ছিল যে, প্রতি ৩ বছর অন্তর সিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কোন অপ্রত্যাশিত কারণে তিন বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে আইনী অসুবিধা দূর করার জন্যই উপরোক্ত অনুচ্ছেদটি রাখা হয়ে ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু উক্ত অনুচ্ছেদকে অপব্যবহার করে ১৪ বছর নির্বাচন না করা সম্পূর্ণ আইনবহির্ভূত এবং বে-আইনী। অধ্যাপক আবদুল মান্নান নিজ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে উক্ত অনুচ্ছেদের অপব্যবহার করার চেষ্টা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলকে বিভ্রান্ত করছেন, আইনের মূল চেতনাকে পদদলিত করছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করছেন।

উপরে উল্লিখিত আইনের ২২ (II) ধারায় সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে, "Provided that... Registered Graduates ... shall hold office so long as they continue to be a ... Registered graduate. কিন্তু মেয়াদোত্তীর্ণ এই সিনেটের রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ক্যাটাগরির সদস্যদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আর রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট নন। অতএব উপরোক্ত ধারা অনুসারে তাঁরা ১৯৮৬ সালে নির্বাচিত অকার্যকর সিনেটের বৈধ সদস্যপদ হারিয়েছেন।

উপরোক্ত তথ্যাবলীর আলোকে অধ্যাপক আবদুল মান্নান কর্তৃক মেয়াদোত্তীর্ণ আইনবহির্ভূত সিনেটের মাধ্যমে উপাচার্য প্যানেল মনোনয়নের যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা থেকে তাঁকে বিরত করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের এখনই পরামর্শ দেয়া প্রয়োজন। কারণ বিদ্যমান সিনেটের যে অবস্থা তাতে স্বাভাবিক নির্বাচনে উপাচার্য প্যানেলে বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত প্রার্থী ছাড়া কারও জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অনেকের অনুমান একমাত্র গোপন আঁতাতের মাধ্যমে জামায়াত-শিবিরেরর সমর্থন নিয়ে অধ্যাপক মান্নান জয়ী হতে পারেন। জামায়াত-শিবিরের সাথে আঁতাত করে উপাচার্য নিযুক্ত হলে কিংবা তিনি ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ৬০ ভাগই শিবিরের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন।] পুনরায় নিযুক্তি পেলে পুরো ক্যাম্পাস জামায়াত-শিবিরের হাতে তুলে দেবেন বলে অনেকেই আশঙ্কা করছেন। তাঁর মেয়াদকালে ৮ ছাত্র খুন হয়েছে। একাধিকবার বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়েছে। ৪ বছরে মাত্র ৯ মাস ২১ দিন ক্লাস হয়েছে। শিক্ষার মানে ধস নেমেছে। নিয়মিত ক্লাস হয় কি হয় না তারও কোন জবাবদিহিতা নেই। অর্জনের মধ্যে বলা যায়, উপাচার্য ১৩ বার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। ৪ বছর অতিক্রান্ত করার পর দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় থাকার জন্য শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফসল "বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট ১৯৭৩"কে এভাবে পদদলিত করা কখনই মেনে নেয়া যায় না। শিক্ষক সমিতির সভাপতি সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অনুপম সেনের প্রতিক্রিয়া থেকেই সঙ্কটের গভীরতা আঁচ করা যায়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি, সিন্ডিকেট সদস্য একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য এবং অকার্যকর সিনেটের সদস্য প্রফেসর অনুপম সেন সম্প্রতি অধ্যাপক আবদুল মান্নান কর্তৃক অনৈতিক, অসাংবিধানিকভাবে উপরোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে প্রতিবাদে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পর্ষদ থেকে পদত্যাগ করবেন বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন এবং তাঁর সাথে অধিকাংশ শিক্ষক একই মত পোষণ করেন।